মহোদয় – শুনবেন কি?

কাইউম পারভেজ

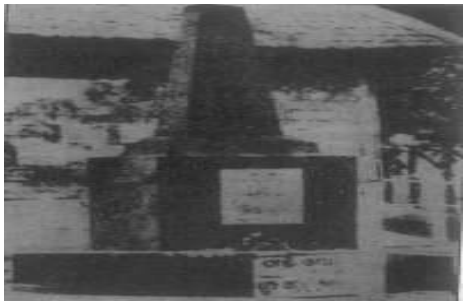

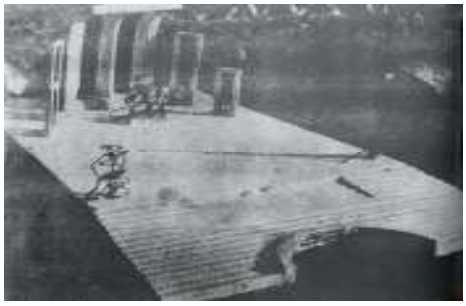

মহোদয় - একটু শুনবেন কি?
শুনবেন কি - মহোদয়?
কে? কে ওই দরজায়?
বায়ান্নর পলাশ শিমূল কৃষ্ণচূড়ার
পরশ মাড়িয়ে একদিন এসেছিলাম
এই দরজায় - আমি একুশ।

আজ্ঞে - আমি তো সেদিন ডাক শুনে
মিটিংয়ে মিছিলে টিয়ারশেলের ধোঁয়ায়
বুলেট লাঠিচার্জের সীমানা পেরিয়ে
মা'কে - মায়ের ভাষাকে আগলে রেখেছিলাম।

বছর গেলো যুগ পেরুলো
স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা হলো
খাঁচার পাখিরা বনে ফিরে গেলো।
তারপর ... ...!
ক্রমশঃ পাখিরা সব বন্য হয়ে গেলো
বন্য হতে সব হন্যে হয়ে গেলো।
হন্যে হয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলো সবুজ অরণ্য।
একুশ! একুশ হে আমার!!
বড় ক্লান্ত আমি এখন!

মহোদয় - একটু শুনবেন কি?
আমি এখন বড় ব্যস্ত একুশ!
নাম বদলে ব্যস্ত সময় আমার।
ঘাস গুল্ম নদী পাখি
নরকের কীট কংক্রিট - যত আছে আঁকিউকি
সব বদলে দেবো।
দেখবে নতুন নামে নতুন সাজে
প্রকৃতি হাসবে। হাসবে পারিষদ।
হাসবে প্রেম ভালবাসা যন্ত্রণা সমস্বরে।
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে হাসবো তুমি আমি সে ও সখা।

মহোদয় - একটু শুনবেন কি?
একটু শুনবেন কি - মহোদয়?

আমি বড় ব্যস্ত যে একুশ!
পাখিরা গান ভুলে যাচ্ছে
নদীরা শুকিয়ে যাচ্ছে
কেউটেগুলো ফণা তুলেছে
কবর থেকে কাফন সরে যাচ্ছে।
উনুনে তাপ নেই
দানবে পিষ্ট আমার বুকের মানিক।
ঘরের মানুষেরা কেমন যেন অচেনা।
রাত জেগে লক্ষী প্যাঁচারা অলক্ষীর মত ডাকছে।
বড় এলোমেলো সময় আমার -
বড় ব্যস্ত আমি একুশ।

মহোদয় - একটু শুনবেন কি?
একটু শুনবেন কি - মহোদয়?
সেই মা এখন মূক ও বধির
সন্তানেরা ভাষা ভুলে গেছে।
নাম বদলের সাথে ভাষা বদলে যাচ্ছে
বদলে যাচ্ছে আচার সংস্কৃতি।
শুধু বদলাইনি আমি।
ফি বছর আসি এক বুক আশা নিয়ে

- বাঙালি - বাঙালি হবে!
- বাঙালি - বাঙালি হবে!!